তারিখ 05 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

যুগান্তর

জ্ঞানের মান নেমে যাচ্ছে পানির স্তরের মতো

—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে এখন আর জ্ঞানের চর্চা নেই। শিক্ষার বিস্ফোরণ হচ্ছে, জিপিএ-৫ পাচ্ছে, গোল্ডেন হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে মান নেমে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের মতো সমাজে জ্ঞানের মানও নেমে যাচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণসংহতি আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ইমিরিটাস অধ্যাপক বলেন, বিপ্লবী হতে হলে জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। দেশের ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস জানতে হবে। কেবল রেটরিক (বাগাড়ম্বর) কিংবা আড়ম্বর দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবীদের ঐক্য হবে জ্ঞান ও তত্ত্বের ভিত্তিতে। আজকে সেই রাজনীতি দরকার, যে রাজনীতি সমাজ বদল করতে পারবে। এজন্য বিকল্প বাম রাজনীতি দরকার। সমাজের সর্বস্তর

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ২

জ্ঞানের মান নেমে যাচ্ছে পানির স্তরের মতো

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে আজ গণতন্ত্র নির্বাসিত। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ বলেন, রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র করার জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে ঋণ নেয়া হচ্ছে ৯৬ হাজার কোটি টাকা। এটি এমন একটি প্রকল্প যার নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হলে সেখান থেকে দেড় কোটি মানুষকে সরাতে হবে। পারমাণবিক বর্জ্যসহ ওই এলাকার মানুষ নানা ঝুঁকিতে থাকবে। লাখো কোটি টাকার ঋণও জনগণকে বহন করতে হবে।

তিনি বলেন, সরকার কোনো জায়গায় আছে, আবার কোনো জায়গায় নেই। নাসিরনগরে সরকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু হামলাকারীদের খুঁজলে সেখানে সরকারকে পাব। সুন্দরবনকে রক্ষায় গোটা জাতির মধ্যে যে জাগরণ তৈরি হয়েছে, তাকে সরকার মোকাবেলা করছে দমন পীড়ন আর প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ কামাল বলেন, বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও পুঁজির আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল শক্তিগুলোকেই নতুন রাজনীতি ও পথ নির্ধারণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি সংগঠনের ভবিষ্যতের কর্মপন্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, আজকের এই সাংগঠনিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণসংহতি আন্দোলন একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তর হবে। এর কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে।

অনুষ্ঠানের দর্শক সারিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ সংগঠনের বিভিন্ন জেলা ইউনিট থেকে আসা নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।